

220252 - স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা থাকা কী আবশ্যকীয়

প্রশ্ন

ইসলামে এমন কোন দলিল আছে কি যা স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে ভালোবাসা আবশ্যক করে? যদি উত্তর হয়: ভালোবাসা থাকা আবশ্যক, তাহলে একজন পুরুষ কভাবে একাধিক নারীকে বয়ি করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা: একটি মানুষের সহজাত প্রকৃতি। এ ধরণের বিষয়ের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, শরিয়তে এটি ওয়াজবি। কথিবা শরিয়ত এ ব্যাপারে নরিদশে দিয়েছে। বরং এ ধরণের বিষয়ের ক্ষেত্রে নতুন কোন শরয়ি নরিদশে সন্ধানের বদলে প্রকৃতিগত কারণই যথেষ্ট।

নঃসন্দেহে যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনকে শুধু রোমান্টিক উপন্যাস কথিবা গোলোপি স্বপ্ন কল্পনা করে বড়োয় সে যেন এমন কছির সন্ধান করছে মানুষের এই দুনিয়াতে যার অস্তিত্ব অসম্ভব। যে দুনিয়াকে কষ্ট, ক্লশে ও ক্লান্তির প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিচয় আমি মানবজাতিকে কষ্ট-ক্লশেনরিভররূপে সৃষ্টি করছি।”[সূরা বালাদ, আয়াত: ৪]

কবি বলেন:

প্রকৃতিগতভাবে জীবন হচ্ছে ক্লশেময়; অথচ তুমি জীবনকে পতে চাও সমস্যা ও সংকটমুক্ত নরিমল।

যে ব্যক্তি জীবনকে তার সহজাত প্রকৃতি বরিদ্ধ দায়িত্ব দিতে চায় সে যেন পানরি ভতেরে আগুনরে অঙ্গার সন্ধান করে বড়োচ্ছে।

আমরা যদি এইটুকু বুঝে থাকি এবং যথাযথ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখি তখন আমরা দেখব যে, কামালিয়াত তথা পূর্ণতায় পট্টো কথিবা সর্বদোষ মুক্ত হওয়ার কোন পথ নাই। আপনার জন্য এইটুকু যথেষ্ট যে, আপনি যে দোষ বা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছেন সটো যেন প্রশান্তিও পথ চলা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রতিনিধক না হয়। এক ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তালক দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিল তখন উমর (রাঃ) তাকে বললেন: আপনি কিনে তাকে তালক দিতে চাচ্ছেন? লোকটি বলল: আমি তাকে ভালবাসি না। তিনি বললেন: প্রত্যকে ঘর কী ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠে? আদর-যত্ন ও লোক-নন্দাবোধ কোথায়?!!

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অর্থাৎ আপনার সঙ্গিনী, আপনার স্ত্রী থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধরুন। আপনার যে অবস্থা সকল মানুষের তাদের স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে একই অবস্থা। মানুষ একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও, একে অপরকে পছন্দ না করা সত্ত্বেও একত্রিত হয়। একের প্রতি অপরের প্রয়োজন তাদেরকে সমাবেশ করে!!!

তাই পরবিারের সদস্যরা একে অপরের যত্ন ন্যায় মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে এবং প্রত্যেকে একের প্রতি অন্যের কর্তব্য বুঝতে পারে। আর লোক-নির্দোষ হচ্চে প্রত্যেকে এমন আচরণ পরিত্যাগ করে চলা যাতায়ে করে তার মাধ্যমে তাদের পথচলা আলাদা হয়ে যাওয়া বা বিচ্ছিন্নতা না ঘটবে।

আপনি আল্লাহ তাআলার এ বাণীটিকে নিয়ে একটা ভাবনাচিন্তা করুন:

“আর তাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাবে। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নির্দেশাবলী রয়েছে যে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।” [সূরা রুম, আয়াত: ২১]

এখানে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে “ভালোবাসা” কে আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর ক্ষমতার নির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন; তাঁর নির্দেশটি আবশ্যিক পালনীয় হিসেবে উল্লেখ করেননি। কারণ অন্তররে ভালোবাসা বান্দার মালিকানাধীন নয়। বরং বান্দা যতটুকু মালিক সত্তা হচ্চে- অনুগ্রহ ও সদাচরণ।

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: “আর তাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন”। এর অর্থ তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন। “যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাবে”। যমেন অন্য আয়াতে বলেছেন, “তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮৯] এর দ্বারা আল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন ‘হাওয়া’ কে। আদম (আঃ) এর বাম পাঁজরের ছোটতম হাড় থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। যদি আল্লাহ সকল বনী আদমকে পুরুষ বানাতেন, আর তাদের নারীদেরকে অন্য জাতি থেকে বানাতেন, যমেন- জ্বনি কথিবা অন্য প্রাণী থেকে তাহলে তাদের মাঝে ও তাদের স্ত্রীদের মাঝে এ ধরণের মিলে-বন্ধন তৈরি হত না। বরং স্ত্রীরা অন্য জাতির হলে তাদের পরস্পরে মাঝে বিরোধ ঘটত। বনী আদমের প্রতি আল্লাহর পরপূর্ণ অনুগ্রহ হচ্চে যে, তিনি তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের জাতি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের পরস্পরে মাঝে অনুরাগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেটা হচ্চে- ভালোবাসা। এবং দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেটা হচ্চে- মায়া। তাই একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ধরে রাখতে হয়তো তার প্রতি ভালোবাসার কারণে; কথিবা তার প্রতিমায়ার কারণে- সেই স্ত্রীর ঘরে তার সন্তান থাকলে কথিবা স্ত্রী তার ভরণপোষণের মুখাপেক্ষী হলে কথিবা তাদের দুইজনের মাঝে মিলেবন্ধনের কারণে ইত্যাদি। [তাফসিরে ইবনে কাছরি (৬/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

“আর তোমরা তাদের সাথে সদাভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে,

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রখেছেন তোমরা সটোকহে অপছন্দ করছ।”[সূরা নসি, আয়াত: ১৯]

শাইখ সা’দী (রহঃ) বলেন: স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে – স্ত্রীর সাথে সদভাবে জীবন যাপন করা; যমেন- ভাল সঙ্গ দয়া, কষ্ট না দয়া, অনুগ্রহ করা, সুন্দর ব্যবহার করা, এর মধ্যে ভরণ-পোষণ ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

“তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।”

অর্থাৎ ওহে স্বামীগণ, তোমাদের উচিত অপছন্দ করলেও তোমাদের স্ত্রীদেরকে ধরে রাখা। কারণ এতে প্রভূত কল্যাণ নহিতি রয়েছে। সে কল্যাণের মধ্যে রয়েছে:

- আল্লাহর নরিদশে পালন ও তাঁর ওসয়িত গ্রহণ; যাতে নহিতি আছে দুনিয়া ও আখরোতের সুখ।
- অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে ধরে রাখতে নিজেকে বাধ্য করা। এতে করে প্রবৃত্তির দমন ও উত্তম চরিত্র অর্জিত হয়।
- হতে পারে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণাবোধ দূর হয়ে সেখানে ভালবাসা স্থান করে নবিরে; বাস্তবে এটাই ঘটবে।
- হতে পারে এ স্ত্রীর ঘরে কোন নকে সন্তান জন্ম নবিরে। যে সন্তান তার পতিমাতার দুনিয়া ও আখরোতে কল্যাণ করবে।

কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া বিবাহ-বন্ধন অটুট রাখতে পারলে এ কল্যাণগুলো ঘটতে পারে। আর যদি বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতাই হয়; বিবাহ অটুট রাখার কোন সুযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে ধলে রাখা আবশ্যিক নয়।[তাফসিরে সা’দী (পৃষ্ঠা- ১৭২) থেকে সমাপ্ত]

সহিহ মুসলমি (১৪৬৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুমনি স্বামী যেন মুমনি স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। যদি তার কোন একটি আচরণ অপছন্দনীয় হয় অন্য আরেকটি আচরণ সন্তোষজনক হবে।”

ইমাম নববী বলেন:

“অর্থাৎ স্বামীর উচিত স্ত্রীকে ঘৃণা না করা। কারণ স্বামী যদি স্ত্রীর মাঝে এমন কোন আচরণ পায় যা তার অপছন্দ হয়, তবে সে তার মাঝে এমন গুণও পায় যার প্রতি সে সন্তুষ্ট হয়। যমেন- বদমজাজী কিন্তু দ্বীনদার কথিবা সুন্দরী কথিবা সতী কথিবা স্বামীর প্রতি কামেলপ্রাণ ইত্যাদি”।[সমাপ্ত]

দুই:

যদি আমরা ধরেও নছি যে, স্বামী-স্ত্রীর একরে প্রতি অন্যরে “ভালবাসা” থাকা ওয়াজবি, স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে ভালবাসা ও তার সাথে সম্পৃক্ত থাকা অনবিহার্য; সেক্ষেত্রেও একজন পুরুষের দুইজন, তনিজন বা চারজন নারীকে বয়ি করতে ও তাদের সকলকে ভালবাসতে সমস্যা কোথায়?!

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এতে প্রতিনিধিত্ব কথায়! কেবল স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কিংবা দুই ব্যক্তির ভালবাসার ক্ষেত্রে “রোমান্টিক” কিছু চিন্তাধারা ব্যতীত। যে সব চিন্তাধারায় মনোযোগ করা হয়, ভালবাসায় “অংশীদারিত্ব” চলে না। তারা যেন ভালবাসার মানুষকে রব্ব বা প্রতাপালককে মর্যাদায় চিত্রিত করতে চায়। প্রতাপালককে ইবাদতে যেন অংশীদারিত্ব চলে না?!!

একই ব্যক্তি তার বাবাকে ভালবাসে, তার মাকে ভালবাসে, তার অমুক অমুককে ভালবাসে; তাই নয় কী? এ সবই তো এক জাতীয় ভালবাসা। কই এই ভালবাসার অংশীদারিত্ব তো কোন বন্ধন ঘটছে না। তাহলে কোন কারণে একজন পুরুষ ও তার একাধিক স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা তরী হওয়াকে অসম্ভব জ্ঞান করা হবে?!

খাবারের ক্ষেত্রে একজন মানুষকে অমুক অমুক খাবার পছন্দ করেন। অমুক অমুক খাবার ভালবাসে। সবগুলোই খাবার। স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। ঘ্রাণ ভিন্ন ভিন্ন। সে ব্যক্তি সবগুলোকেই পছন্দ করে, খেতে ভালবাসে। সুতরাং, কোন যুক্তি কিংবা কোন শরিয়ত একই সময়ে একাধিক স্ত্রীকে ভালবাসতে বাধা দিচ্ছে?!

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা কখনো এমন খাস বিষয় নয়, এতে অংশীদারিত্ব চলবে না?!

এমন ভালবাসা কি জগৎসমূহের প্রতাপালককে প্রতি ইবাদতস্বরূপ ভালবাসা ছাড়া আর কোন ভালবাসা হতে পারে?!

যদি কটে বলতে যে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এটাই তো ঘটে আসছে যে, একজন পুরুষ শুধু একজন নারীর সাথেই সম্পৃক্ত হয় এবং একজন নারী শুধু একজন পুরুষকেই ভালবাসে?

এর জবাব হল: তা ঠিক আছে। অধিকাংশ মানুষ একাধিক বয়সে করে না। কিন্তু অন্য অনেকে মানুষ তো একাধিক বয়সে করছে এবং তারা একাধিক স্ত্রীকে ভালবাসে যাচ্ছে। এমন ঘটনা অতীতেও ঘটছে এবং বর্তমানেও পুনঃপুনঃ ঘটতে যাচ্ছে।

একাধিক বয়সে গৃহ রহস্য জানতে 14022 নং প্রশ্নোত্তর পড়ুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।